গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭৩.০২৭.২৫.০০.০০১.২০২১- ২১৫

তারিখ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ২৩ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: "পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমন্বয় কমিটির ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ১৫/১১/২০২২ তারিখে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: ০২ (দুই) পাতা।

(আব্দুল্লাহ আল খায়রুম)
পরিচালক-৩
ফোন: ৫৫০২৯৪২৩
e-mail: dir3@pmo.gov.bd
pmodirector3@gmail.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫) সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন, ঢাকা
৬) সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৮) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩) সচিব, সেতু বিভাগ, মহাখালী, ঢাকা
১৪) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
১৫) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৬) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৯) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২০) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২১) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
২২) বিভাগীয় কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
২৩) চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ
২৪) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরগুনা
২৫) জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পটুয়াখালী
২৬) পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, সমন্বয় কমিটি, ৮২, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২৭) প্রকল্প পরিচালক ও সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুলিপি: (সদয় জ্ঞাতার্থে)

০১. মহাপরিচালক-১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
০২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয়ঃ "পায়রা বন্দর নগরী ও কুয়াকাটা উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ পর্যটনভিত্তিক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সমন্বয় কমিটির ভার্চুয়াল সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
সভার স্থান	:	কক্ষ নং-২৩৭
সভার তারিখ ও সময়	:	১৫/১১/২০২২ দুপুর ০২.৩০ মি.।

সভাপতি উপস্থিত এবং ভার্চুয়ালি সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই তিনি গত সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে কারও কোন মতামত কিংবা সংশোধনী আছে কিনা জানতে চান। কারও কোন মন্তব্য বা সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতভাবে গত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি গত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্প পরিচালক বলেন, গত সভার ১ম সিদ্ধান্তের আলোকে ০৯ টি মন্ত্রণালয় দপ্তর থেকে Feasibility Study Report পাওয়া গেছে। তিনি উক্ত ০৯ টি রিপোর্টের তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন Feasibility Study Report গুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এগুলো যেহেতু নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয় করেছে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত সংযোজন বিয়োজন থাকতে পারে। আগামী সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে চূড়ান্তভাবে প্ল্যানে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

২। অতঃপর প্রকল্প পরিচালক গত সভার ২ নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বলেন ৩২ টি দপ্তর সংস্থা থেকে মোট ৭৫ টি সেক্টোরাল প্ল্যান পাওয়া গেছে। তিনি উক্ত প্ল্যানসমূহের তালিকা সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি প্রস্তাব করেন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় একটি কমিটি করে সেক্টোরাল প্ল্যানসমূহ রিভিউ করে আগামী সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

৩। নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব মোস্তফা কামাল উক্ত রিভিউ কমিটিতে পায়রা বন্দর এবং পর্যটন এর প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি তার মন্ত্রণালয় হতে একজনকে উক্ত কমিটতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি উক্ত প্রস্তাবসমূহের সাথে একমত পোষণ করেন।

৪। সভাপতি এ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশালকে তার প্রস্তাবনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করেন। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল বলেন, পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে যত্রতত্র ব্যাপকভাবে হোটেল-মোটেলসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যথাযথ অনুমতি গ্রহণ করা হচ্ছে না। সেপ্রেক্ষিতে মাস্টার প্ল্যানের অনুচ্ছেদ ১১.২ অনুসারে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন যা কর্তৃপক্ষ গঠিত হওয়ায় পূর্ব পর্যন্ত এই বিষয়টি মনিটরিং করতে পারবে। সভাপতি কমিটির রূপরেখা এবং TOR উল্লেখপূর্বক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ করেন।

৫। জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী বলেন, কুয়াকাটা জেলা সদর থেকে ৭৫ কিমি দূরে। এতদূর থেকে মনিটরিং করা বেশ কষ্টসাধ্য। তাছাড়া এ সংক্রান্ত কোন জনবল নেই। যদি জনবল প্রদান করা হয় এবং একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয় তাহলে মনিটরিং করা সহজতর হবে।

৬। বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল আরও বলেন, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বেশ ভাঙ্গন প্রবন। ভাঙ্গন প্রতিরোধে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে পর্যটন এলাকাসহ জেলাসদর পর্যন্ত বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া কুয়াকাটা খাল পর্যটনের একটি

অন্যতম আকর্ষণ। উক্ত খালটি সংরক্ষণ করা অতি জরুরি। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের ভাঙ্গন প্রতিরোধে ইতোমধ্যেই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প অনুমোদিত হলেই ভাঙ্গন রোধে কার্যক্রম শুরু করা যাবে। সভাপতি খাল সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, বরিশালকে অনুরোধ করেন।

৭। বিভাগীয় কমিশনার আরও বলেন, LGED যেকোন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে যেন মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করে সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভাপতি স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে পত্র জারির অনুরোধ জানান।

৮। এ পর্যায়ে সভাপতি রিজিওনাল প্ল্যান ও ডাটাবেইজ উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। প্রকল্প পরিচালক উক্ত প্ল্যান ও ডাটাবেইজ এর সংক্ষিপ্তসার সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, এই রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকলেরই রিপোর্টটি পড়ে মতামত দেয়া প্রয়োজন। আগামী সভার পূর্বেই সবাই রিপোর্টটি পড়ে আগামী সভায় মতামত প্রদান করবেন। এছাড়া Vulnerability & Mitigation এবং সোনার চর সম্পর্কিত বিষয়টি আগামী সভায় উপস্থাপিত হবে।

৯। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

ক) আগামী সভায় Feasibility Study Report সমূহ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।

খ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পর্যটন ও পরিবেশ বিষয়ক প্রতিনিধিসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি কমিটি করে সেক্টোরাল প্ল্যানসমূহ পর্যালোচনা করে আগামী সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

গ) মাস্টার প্ল্যানের ১১.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কমিটি গঠনের লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।

ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কুয়াকাটা এলাকার সমুদ্র ভাঙ্গন রোধে গৃহীত প্রকল্প জরুরি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ঙ) কুয়াকাটা খাল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বিভাগীয় কমিশনার একটি পত্র প্রেরণ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুলিপি প্রদান করবেন।

চ) প্রত্যেক সদস্য রিজিওনাল প্ল্যান ও ডাটাবেইজ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করে আগামী সভায় মতামত প্রদান করবেন।

ছ) LGED কর্তৃক রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে মাস্টার প্ল্যান অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করে স্থানীয় সরকার বিভাগ পত্রজারি করবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/১১/২০২২

(মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া)
সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।